দৈনিক সংবাদ

17

তারিখ ... SEP. 08 1999 ...
পৃষ্ঠা 9 কলাম 3 ...

উন্নয়ন ও সাক্ষরতা

ডঃ এম সি বিশ্বাস

উন্নয়নের সঠিক কোন সংজ্ঞা নেই। এটা একটি আপেক্ষিক শব্দ। উন্নয়ন নির্ভর করে আর্থ-সামাজিক অবস্থার উপর।

বর্তমান বিশ্বের উন্নয়ন বিশেষজ্ঞরা বস্তুগত উন্নয়নের উপর প্রাধান্য না দিয়ে মানব সম্পদ উন্নয়নের উপর প্রাধান্য দিচ্ছেন। কারণ মানব সম্পদ উন্নয়ন না করে কারো উন্নয়ন করলে সে উন্নয়ন টিকে থাকে না, এমনকি গণগ্রাহ্য হয় না।

সদ্য নোবেল পুরস্কার প্রাপ্ত অমর্ত্য সেনের মতে, মানুষের সক্ষমতা আনার নামই উন্নয়ন। সক্ষমতা এলে মানুষের মধ্যে (১) আত্মচেতনা বিকশিত হয়, (২) সৃজনশীলতা বৃদ্ধি পায় এবং (৩) উন্নয়নের আকাঙ্ক্ষা বাড়ে। তখন ক্ষমতাহীন গরিব জনগোষ্ঠী তাদের সংগঠনের মাধ্যমে ক্ষমতাপ্রাপ্ত হন এবং তাদের অধিকার আদায়ের জন্য সক্রিয় হয়ে উঠেন। উল্লেখ্য, কেউ কারো উন্নয়ন এনে দিতে পারে না। যার বা যাদের জন্য উন্নয়ন, তার বা তাদের সক্রিয় অংশগ্রহণ অবশ্যই থাকতে হয়।

কবি বলেন, 'সবার উপর মানুষ সত্য, তাহার উপরে নাই'। আল কোরআনে উল্লেখ আছে - 'মানুষ হলো আশরাফুল মাখলুকাত' অর্থাৎ মানুষের মধ্যে লুকায়িত রয়েছে সৃষ্টির সেরা গুণাবলি। সুশিক্ষার মাধ্যমে এই গুণগুলোকে বিকশিত করলে মানব সম্পদ উন্নয়ন হবে এবং উন্নয়নে জনগণের অংশগ্রহণ সুনিশ্চিত হবে। উন্নয়নে জনগণের অংশগ্রহণ সুনিশ্চিত হলে উন্নয়ন কর্মসূচি হবে গণগ্রাহ্য, টেকসই এবং স্থায়ী (People oriented, Appropriate and Sustainable Development)।

অধ্যাপক রজার্সের মতে, সমাজে শিক্ষার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে তিনটি ধারণা বিদ্যমান। প্রথম ধারণা, সমাজের বর্তমান কাঠামোকে অপরিবর্তিত রাখার ধারণা। শিক্ষার প্রভাবে এই স্থানুত্ব চিরায়ত করার চেষ্টা করা হয়। দ্বিতীয় ধারণায়; সমাজের মূল কাঠামোকে অপরিবর্তিত রেখে কিছু সংস্কার আনার কাজে শিক্ষা প্রচেষ্টাকে সুসংহত করতে চাওয়া হয়। তৃতীয় ধারণায়, আশা করা হয়, মানুষ শিক্ষার মাধ্যমে ভাবতে শিখবেন, সেই ভাবনা সূত্রে সামাজিক অবস্থা এবং অবস্থানকে চিনতে শিখবেন, এই উপলব্ধির মাধ্যমে সিদ্ধান্ত নিয়ে জীবনকে সেইপথে চালনা করবেন। এই তৃতীয় ধারণা, স্পষ্টতই স্বনির্ভরতার ধারণা - যাকে মুক্তির সমার্থক বলা যেতে পারে।

শিক্ষার অভাব আর দারিদ্র্য পরস্পরের পরিপূরক। একে অন্যকে সৃষ্টি করে, একে অন্যের ব্যাপ্তিতে সাহায্য করে, একে অন্যকে চিরায়ত করে। মানুষকে হতোদ্যম করে, তার প্রাপ্যকে বুঝে নিতে প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ায়। নিজের উপর ভরসা কমিয়ে মানুষকে অদৃষ্টবাদী করে।

একদিক থেকে দেখতে গেলে শিক্ষা শব্দের অর্থ হলো মুক্তি। শিক্ষা মানুষের মানসিক শক্তি বৃদ্ধি করে এবং পরিবেশের উপর দখল বাড়ায়। শিক্ষা জীবন ও জীবিকার জন্য। শিক্ষা হলো দারিদ্র্য নিরসনের জন্য। শিক্ষা হলো গণতন্ত্র কায়েমের জন্য। শিক্ষাকে হতে হবে জীবন ও জীবিকাভিত্তিক। শিক্ষাকে হতে হবে দেশের সমস্যা সমাধানভিত্তিক। যে শিক্ষা মানুষের জীবন-জীবিকার পথ সুগম করে না, সে শিক্ষা হয় অশিক্ষা নয় কুশিক্ষা।

শিক্ষা গণমুখী ও জীবন জীবিকাভিত্তিক করতে হবে। কারণ শিক্ষা আনে চেতনা, চেতনা আনে মানসিক ও সৃজনশীল শক্তি, যার ফলে সাধিত হয় ইতিবাচক আর্থ-সামাজিক পরিবর্তন। শিক্ষা সুযোগ নয়, সাংবিধানিক মৌলিক অধিকার। শিক্ষার ফলে মানুষের উন্নয়নে অংশগ্রহণ সুনিশ্চিত হয় এবং তারা সুখে-শান্তিতে বসবাস করতে পারে।

১৯৬৫ সালে ইরানের তেহরান শহরে UNESCO-এর আহ্বানে পৃথিবীর ৮৯টি দেশের শিক্ষামন্ত্রী, শিক্ষাবিদ এবং পরিকল্পনাবিদ একত্রিত হয়ে আলাপ-আলোচনায় সিদ্ধান্ত নেন যে, শিক্ষা, জীবন ও জীবিকা পরস্পরের সাথে অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত এবং বয়স্ক মানুষের ব্যাপক নিরক্ষরতা দেশের উন্নয়নের (ডেভেলপমেন্ট) প্রতিবন্ধক। পরবর্তীকালে ব্রাজিলের বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ পাউলো ফ্রেইরি তার বিখ্যাত তত্ত্ব প্রকাশ করে বলেন যে, শিক্ষা পারস্পরিক আলোচনা এবং যৌথ কর্মোদ্যোগের মাধ্যমে নিপীড়িত মানুষ তাদের মুক্তির পথে অন্তরায় শক্তিকে চিহ্নিত করতে পারবেন এবং পরাভূত করতে পারবেন। এরপর প্রতিবছর ৮ই সেপ্টেম্বর সারাবিশ্বে আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস পালিত হচ্ছে। কিন্তু নিরক্ষরতার অভিশাপ থেকে দেশকে মুক্ত করা যায়নি। আজও বর্তমান বিশ্বে নিরক্ষরের সংখ্যা ১০০ কোটির বেশি। তার মধ্যে ১০ কোটির অধিক হলো শিশু। উল্লেখ্য, রবি ঠাকুরের ভাষায় 'আমরা আরম্ভ করি, শেষ করি না। অনুষ্ঠান করি বাস্তবায়ন করি না। অন্যের সমালোচনা করি, আত্মবিশ্লেষণ করি না। নাই নাই বলে হাহাকার করি, আর যা আছে তা নিয়ে উন্নয়নে এগিয়ে যাই না।' উল্লেখ্য, প্রতিবছর আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস এলে আমাদের মন্ত্রী, সচিব, পরিকল্পনাবিদ এবং উর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ আমন্ত্রিত হন। উদ্দেশ্য, ৮ই সেপ্টেম্বর পালন করা অর্থাৎ বিগত বছরের নিরক্ষরতা দূরীকরণের ফলাফলই যাচাই করা এবং নতুন বছরের পরিকল্পনা প্রণয়ন ও শপথ গ্রহণ করা। কিন্তু আমাদের দেশে তা না হয়ে আনুষ্ঠানিকতার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে।

বাংলাদেশে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা অধিদপ্তর- নিরক্ষর জনগোষ্ঠীকে পর্যায়ক্রমে সাক্ষর করার জন্য ব্যাপক ও দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। সরকারি উদ্যোগের পাশাপাশি বেসরকারি সংস্থার মাধ্যমেও গণশিক্ষা কর্মসূচি বাস্তবায়িত হচ্ছে। যথা-প্রাক-প্রাথমিক, মৌলিক, কিশোর-কিশোরী এবং বয়স্কদের অনানুষ্ঠানিক শিক্ষা কর্মসূচি বাস্তবায়িত হচ্ছে। সাধুবাদ জানাই বাংলাদেশ সরকারের উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা অধিদপ্তরকে। কিন্তু প্রশ্ন জাগে পর্বতের মত সমস্যা অর্থাৎ যেখানে সাক্ষরতার হার এখনও নগণ্য, সেখানে ৩০ জন পড়ুয়া, কয়েকটা হারিকেন এবং অল্প শিক্ষিত গ্রামীণ শিক্ষকের দ্বারা এই পর্বতপ্রমাণ সমস্যার সমাধান হবে কি? উল্লেখ্য, যারা বয়স্ক পড়ুয়া হয়ে আসছেন তারা জীবন-জীবিকা সম্পর্কে সচেতন। অনানুষ্ঠানিক শিক্ষা কর্মসূচিতে শিক্ষক প্রশিক্ষণে বয়স্ক পড়ুয়াদের মননশীলতার উপর প্রশিক্ষণ দেয়ার প্রয়োজন রয়েছে। কিন্তু এখনো তা সংযোজিত হয়নি। আর শিক্ষা উপকরণগুলো জীবন ও জীবিকাভিত্তিক হওয়া প্রয়োজন। জেলেদের জন্য যে শিক্ষা হবে, তাঁতীদের জন্য তা হবে না, এমনকি উপজাতিদের জন্যও তা হবে না। উল্লেখ্য, যারা শিক্ষক তারা আনুষ্ঠানিক শিক্ষায় শিক্ষিত, প্রশ্ন জাগে তারা কিভাবে অনানুষ্ঠানিক শিক্ষা প্রয়োগে সক্ষম হবে। শিক্ষকের

সম্মানি মাসিক ৫০০ টা
১০০০ টাকা। উল্লেখ্য,
শিক্ষা (Continuing
বললেই চলে। অধুনা
পরীক্ষামূলকভাবে নব্য স
রাখা এবং আরো শিক্ষা
গ্রাম 'শিক্ষা মিলন কেন্দ্র'

আমাদের মতে গণ
সাথে বাস্তবায়ন করতে
ও গণমুখী হয়। পর্যায়
বুঝে সহজ ভাষায় জীব
হিসাব করতে পারা।
বাহ্যিক সমস্যা দেখে, স
সমস্যার কারণ নির্ণয়
পরিবর্তনের জন্য ইতিবা
সক্ষমতা - অর্থাৎ প
সচেতন হলো সেভাবে
করে অবস্থার পরিবর্তন
সমন্বয়ের নামই গণশি
জন্য, জীবিকার জন্য, উ
সর্বোপরি গণতন্ত্রের জ
বয়স্ক পড়ুয়াদের মধ্যে প্র

আজকাল প্রায়ই খ
উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা অধি
সাক্ষর করে তুলছে। অ
শিক্ষার হার দেখানো
উর্ধ্বে। আরো সরকার
নাগাদ সবার জন্য শি
সাক্ষরতা কর্মসূচিতে স
সাক্ষররা আবার নিরক্ষর
থেকে অদ্যাবধি গণশিক্ষ
অর্থ অপচয় হচ্ছে। কার
বিদ্যা ২৪০ দিন চর্চা ন
উল্লেখ্য, কতিপয় বেসর
দিয়ে রাজনৈতিক প্রভাব
বাধ্য করছে, কিন্তু উপানু
এনজিওকে কালো তালি
গ্রহণের জন্য উর্ধ্বতন
করেছেন।

উল্লেখ্য, কোন দেশে
সর্বপ্রথম দরকার রাজনৈ

(৪-এর পৃষ্ঠার পর)

উন্নয়ন ও স্বাক্ষরতা

commitment)। রূপান্তরিত করতে হয়। অতঃপর উক্ত প্রতিশ্রুতিকে পেশাগত প্রতিশ্রুতিতে (professional commitment) রূপান্তরিত করতে হয়। অতঃপর সরকারকে নিরপেক্ষ ভূমিকা পালন করতে হয়। অধিকন্তু উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা বাস্তবায়রনের জন্য উপানুষ্ঠানিক শিক্ষায় প্রশিক্ষিত শিক্ষকের প্রয়োজন। আর অধিদপ্তরকে স্বায়ত্ত শাসনের ক্ষমতা অর্পণ করতে হবে। এ প্রসঙ্গে ডঃ বিশ্বাসের মন্তব্য 'দায়িত্ব ছাড়া ক্ষমতা দানবিক, ক্ষমতা ছাড়া দায়িত্ব দাসত্ব'। অর্থাৎ গণমুখী কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য দায়িত্বের সাথে ক্ষমতার সমন্বয় সাধন করতে হবে, আর সরকারকে নিরপেক্ষ ভূমিকা পালন করতে হবে। উল্লেখ্য, সর্বপ্রথমে রাশিয়ার 'ভলকা গ্রাত' লেনিনের নেতৃত্বে নিরক্ষরমুক্ত করেছিল। আর কিউবা ফিদেল কাস্ট্রোর নেতৃত্বে ' দুই বছরের মধ্যে সমগ্র কিউবা হতে নিরক্ষরতার অভিশাপ দূর করেছিল এবং সাথে সাথে কল-কারখানায় উৎপাদন বৃদ্ধি করতে সক্ষম হয়েছিল।'

কিন্তু প্রশ্ন জাগে স্বাধীনতার পর পরই কচুবাড়ি কৃষ্টপুর বলে যে গ্রামটি নিরক্ষরমুক্ত বলে ঘোষণা দিয়েছিল এবং স্বাধীনতার পর পরই উক্ত গ্রামেই প্রথম আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস উদযাপিত হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে তদানীন্তন মাননীয় রাষ্ট্রপতি প্রধান অতিথি ছিলেন। কিন্তু অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় সে নিরক্ষরমুক্ত গ্রামটি অব্যাহত শিক্ষা কর্মসূচির অভাবে পুনরায় নিরক্ষরতার অভিশাপে জর্জরিত হয়ে গেছে। তাই আজকে বিশেষজ্ঞদের দরকার সাক্ষরতা কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য গণজাগরণের সৃষ্টি করা এবং গনমাধ্যমকে ব্যবহার করে সাক্ষরতার সপক্ষে গণআন্দোলন সৃষ্টি করা। সাক্ষরতা কর্মসূচি অত্যন্ত দুরূহ কিন্তু অসম্ভব নয়।

মানুষের বুদ্ধি আর যন্ত্র যদি একত্রিত হয় তাহলে বাংলাদেশ একদিন মহাশক্তিতে রূপান্তরিত হবে এবং দেশপ্রেম নিয়ে প্রত্যেকেই স্ব স্ব দায়িত্ব আন্তরিকতার

সাথে পালন করে এগিয়ে যায় তাহলে বা
একদিন যথার্থই সোনার বাংলায় রূপান্তরি
তাই শিক্ষাকে হতে হবে জীবন ও জীবিকা
আর শিক্ষককে হতে হবে আদর্শ শিক্ষক অর্থা
না সেজে প্রকৃত শিক্ষক হতে হবে। ই
একটা কথা আছে 'No system of edu
is better than its teacher' অর্থাৎ
বিকল্পই শিক্ষক। অনুরূপভাবে যারা
সংগঠনের কর্মী রয়েছেন, তাদেরকে কর্মী
কর্মী হতে হবে। মানুষের কাছে যেতে হবে
সাথে মিশতে হবে, থাকতে হবে, পরিকল্পন
হবে এবং তাদের আর্থ-সামজিক উন্নয়নে
আন্তরিকতা ও শ্রদ্ধার সাথে কাজ করবে
বাংলাদেশে প্রায় ১২০০০-এর উপর
রয়েছে, কিন্তু পরিতাপের বিষয় যে
বেসরকারি সংগঠন রয়েছে সে পরিমাণে

১। হালসনের ই
পরিশোধ সার্টিফিকেট
২। চলতি আর্থিক স
৩। ব্যাংক গ্যারান্টি
৪। তালিকাভুক্তি
টাকার ব্যাংক ড্রাফট (
আবেদনপত্র আগা
তারিখ পর্যন্ত অত্র কে
জমা দিতে হইবে। ২
করা হইবে।
অসম্পূর্ণ আবেদনপ
সরাসরি বাতিল বলিয়া
ডিএফপি-১৯১৬২-৩
সি-৫৪৫৪ (৯X২)